গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ শাখা
www.mor.gov.bd
৪/৩ আব্দুল গণি রোড, রেলভবন, ঢাকা-১০০০

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং রেল অপারেশন কার্যক্রম সম্পর্কিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ ফাহিমুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সভার সময়	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতেই প্রধান অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত থাকাতে প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। সূচনা বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেশন ও যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন, শূন্যপদে জনবল নিয়োগ, নিয়মিত পদোন্নতিসহ রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের বিষয়াবলি নিয়ে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে প্রতি দুই মাস অন্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সমন্বয় সভায় প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলে আরো ফলপ্রসূ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় ৫টি আলোচ্যসূচি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন উপসচিব (প্রশাসন-৫), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০২। সভায় ০৫টি আলোচ্যসূচির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ এবং বিসিএস কম্পোজিশন অব ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ সংশোধন:** রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-৫) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বশেষ জনবল কাঠামো ২০২১ সালে অনুমোদিত হয়। উক্ত জনবল কাঠামোতে ক্যাডারভুক্ত ৫২৩টি পদের মধ্যে ১৯৫টি পদ নতুনভাবে সৃজিত। নতুন পদ সৃজন এবং পদের নাম পরিবর্তনের কারণে বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ এবং বিসিএস কম্পোজিশন অব ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ এবং ২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে উভয় বিধিমালা সংশোধনী প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মোট ক্যাডার পদের মধ্যে ৩৬টি পদ রেলওয়ের উভয় ক্যাডার থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের সুযোগ থাকায় উক্ত পদসমূহকে 'কমন পদ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগবিধি পরিবীক্ষণ কমিটি'র সভায় ৩৬টি কমন পদ উভয় ক্যাডারে বিভাজন করে দেবার জন্য প্রস্তাব করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে এ প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। সভাপতি সভাকে অবহিত করেন, কমন পদসমূহ উভয় ক্যাডারে বিভাজন সম্ভব নয়। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, উভয় ক্যাডার কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতেই প্রস্তাবিত বিধিমালায় ৩৬টি পদ পৃথক তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুলস এবং বিসিএস কম্পোজিশন অব ক্যাডার রুলস সংশোধন না হওয়ায় ক্যাডার কর্মকর্তাগণের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান সম্ভব হচ্ছে না এবং এন্ট্রি লেভেলে পদ শূণ্য না হওয়ায় নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, অতি দ্রুত বিধিমালা সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	২.১ বিসিএস কম্পোজিশন অব ক্যাডার রুলস, ১৯৮০ এবং বিসিএস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ সংশোধনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

খ.	**বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন:** সভায় তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৭,৬৩৭টি পদ বিশিষ্ট জনবল কাঠামো ২০২১ সালে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত জনবল কাঠামোয় নতুন সৃজিত অনেক পদ বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাডার বহির্ভুত কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০-এ অন্তর্ভুক্ত না থাকায় 'বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪' এর জন্য খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'নিয়োগ বিধি পরিবীক্ষণ কমিটি' খসড়া বিধিমালাটি নিয়ে প্রতিমাসে সভা করছে। প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালায় উল্লেখিত ১১ টি বিভাগের মধ্যে ৪টি বিভাগের জনবল নিয়োগ যোগ্যতা পর্যালোচনা শেষ হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন না হলে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্ভব নয়। প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে ০৫ লক্ষ কর্মচারী নিয়োগের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছে। একারণে, অতি দ্রুত বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল শূন্য পদে জনবল নিয়োগ/ পদোন্নতি প্রদান করতে হবে।	২.২ বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪ এর খসড়া চুড়ান্তকরণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রতিমাসে 'নিয়োগ বিধি পরিবীক্ষণ কমিটি'র ০৪টি সভা আয়োজন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩. উপসচিব (প্রশাসন-৫), রেলপথ মন্ত্রণালয়
গ.	**বাংলাদেশ রেলওয়ের ১১টি বিভাগের কর্মচারীগণের পদোন্নতির নিমিত্ত গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন:** সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ০৮টি বিভাগের ৮৬ ক্যাটেগরির কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ প্রশাসন, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এবং চিকিৎসা বিভাগের ৫টি ক্যাটেগরির কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশ রেলওয়ের ১১টি বিভাগের কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য বিভাগভিত্তিক জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন এবং পৃথক বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তাবমতে ১১-২০তম গ্রেডের জনবলের পদোন্নতির জন্য ১১টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে সভাপতি মনোনীত করে পৃথক বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি গঠন বিষয়ে মতামত চেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ০২/০৭/২০২৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এবিষয়ে এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৮৩৫টি ক্যাটাগরির পদ থাকার কারণে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন ও পদোন্নতি কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানকে সম্পৃক্ত করে বিভাগভিত্তিক পদোন্নতি কমিটি গঠন করা হলে কার্যক্রম অধিকতর দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, ০২ মাস পূর্বে একটি সভায় রেলওয়ে কর্মচারীদের পদোন্নতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে আলোকে পদোন্নতি কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়নি। তিনি আরও বলেন, কাজ করার জন্য যৌক্তিক সময় দেওয়া হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।	২.৩ আগামী নভেম্বর/২৬ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল ক্যাটাগরির কর্মকর্তা/ কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। ২.৪ বিদ্যমান বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি নিয়মিত সভা করে পদোন্নতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়

ঘ.	**বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ:** সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বর্তমানে সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য সর্বমোট ২৪,৪৬৫ টি পদ শূন্য রয়েছে। বিগত ছয় মাসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন পদে সর্বমোট ১,০১১ জনের জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, রাজস্বখাতভুক্ত অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৯৫ টি, অফিস সহায়ক ৫১৫টি, খালাসী ৬১৬ টি সহ সর্বমোট ১৩২৬ টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। মহাপরিচালক বলেন, নিম্নগ্রেডের বিভিন্ন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের একটি অংশ উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ায় চাকুরিতে যোগদানের পর চাকুরি ছেড়ে দেবার প্রবণনতার কারণে রেল অপারেশনে সমস্যা হচ্ছে। তিনি ওয়েম্যান, খালাসিসহ মাঠপর্যায়ের শ্রমনির্ভর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর প্রকৃত আগ্রহ ও কাজ করার জন্য শারীরিক উপযোগিতা যাচাইয়ের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বলেন, যেহেতু নিয়োগ বিধি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান সেহেতু শ্রমঘন পদসমূহে (ওয়েম্যান, খালাসি, পি-ম্যান, লস্কর ইত্যাদি) নিয়োগ যোগ্যতায় শারীরিক উপযুক্ততা বিষয়ক তথ্য এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক বাছাই বিষয়ে শর্ত আরোপ করা যেতে পারে প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, সকল স্তরের নিয়োগ এবং পদোন্নতি কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সমাপ্ত করার নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। নিম্নগ্রেডের কারিগরি/ শ্রমনির্ভর পদে প্রার্থীর শারীরিক সক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট কাজের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় শর্ত সংযোজন করা যেতে পারে।	২.৫ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শূন্যপদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আগামী ০৫ বছরে নিয়োগের একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ২.৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের যে সকল পদে শ্রমসাধ্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত সে সকল পদের নিয়োগ যোগ্যতায় প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপপূর্বক নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), রেলপথ মন্ত্রণালয়
ঙ.	**রেলওয়ে অপারেশন (লোকোমোটিভ, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা, ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি):** উপস্থাপনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা, লোকোমোটিভের এ্যাভেইলাবিটি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বলেন, দৈনিক লোকোমোটিভ চাহিদা ১১৪টি কিন্তু পাওয়া যায় ৭০-৭৫টি। যে কারণে প্রতিনিয়ত ট্রেন পরিচালনায় বিলম্ব হয় এবং যাত্রা বাতিলের মতো ঘটনা ঘটছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বলেন, লোকোমোটিভ ব্যবস্থাপনায় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না থাকায় এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা (কোলোকা) এবং পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে ১০ টি লোকোমোটিভ মেরামতের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। ৩০০০ সিরিজের লোকোমোটিভ মেরামতের জন্য ৩ বছরের মেইনটেন্যান্স-সার্ভিস চুক্তি প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, সরকারী সেবা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার নতুনভাবে ১০টি জেলাকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে যাতে কোনো কাজে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান। সভায় আসন্ন দুর্গাপূজার ছুটিতে অতিরিক্ত যাত্রীদের চাপ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ বিষয়েও আলোচনা হয়।	২.৭ লোকোমোটিভ এবং অন্যান্য রোলিং স্টক মেরামতের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অতিরিক্ত বাজেট প্রয়োজন হলে নির্ধারিত সময়ে চাহিদা প্রেরণ করতে হবে। ২.৮ অল্প সময়ে মেরামতের মাধ্যমে পুনরায় চালু করা সম্ভব এমন লোকোমোটিভ চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২.৯ প্রতিদিনের লোকোমোটিভ চাহিদা এবং প্রাপ্যতা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবকে অবহিত করতে হবে। ২.১০ দুর্গাপূজার ছুটিতে অতিরিক্ত যাত্রীদের চাপ মোকাবিলায় পৃথক ও কার্যকরী অপারেশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক)

চ.	**বিবিধ বিষয়ে আলোচনা:** বিবিধ বিষয়ে আলোচনার শুরুতে প্রধান অতিথি মত প্রকাশ করে বলেন পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় একই বিষয় বারবার সভায় আলোচিত হচ্ছে। এ ধরণের বিলম্বের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া গাফিলতি গ্রহণযোগ্য হবে না। সভায় পূর্বাঞ্চলের গার্ড গ্রেড-২-এর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ/ চুক্তির মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপিত হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় জানতে চাওয়া হয়। প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তার সাথে সাক্ষাত করে ১১১ জন স্টেশন মাস্টার স্টেশন মাস্টার গ্রেড-৩ হতে স্টেশন মাস্টার গ্রেড-২ পদে পদোন্নতির দাবী উত্থাপন করেছেন। দীর্ঘদিনেও পদোন্নতির বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ জানতে চান। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) সভাকে অবহিত করে বলেন, ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্টদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় প্রস্তাব প্রেরণে বিলম্ব হচ্ছে। সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মচারী ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের কিছু কিছু পদনাম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, পদনাম পরিবর্তন করা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে নয়। এটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে পরিবর্তন করা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চিফ কমানডেন্ট (পূর্ব), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর উভয়াঞ্চলে সরাসরি নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন গ্রেডের অনেক পদ শূন্য রয়েছে। জনবল সংকটের কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) বলেন, “রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৫”-এ সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতির কোনো বিবরণ না থাকায় উক্ত পদসমূহে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি হালনাগদপূর্বক “বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫” বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। সরকারি কর্ম কমিশনের মতামতের আলোকে কার্যক্রম সম্পন্ন করে পুনরায় মতামতের জন্য প্রেরণ করা হবে।	২.১১ পূর্বাঞ্চলে গার্ড গ্রেড-২ পদে চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। ২.১২ বাংলাদেশ রেলওয়ের ১১১ জন স্টেশন মাস্টারের পদোন্নতির প্রস্তাব উভয় অঞ্চল হতে নভেম্বর/২৬ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেরণ করতে হবে। ২.১৩ বাংলাদেশ রেলওয়ের নিম্নবেতন গ্রেডের কর্মচারীদের পদনাম পরিবর্তনের প্রস্তাব যৌক্তিকতাসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২.১৪ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীতে বিদ্যমান জনবল সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ‘রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৫’ এর আলোকে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে জনবল নিয়োগ সম্ভব কিনা তা পুনরায় যাচাই করতে হবে।	১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩. মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশর রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী

০৩। সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি, প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থায় কর্মরতদের কার্যক্রমের ফলাফল প্রতিফলিত হবে যাত্রীসেবা সম্প্রসারণ এবং তাদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে। কোনো কারণে সঠিক সময়ে সেবা দিতে না পারলে ব্যর্থতার দায় সকলকে নিতে হবে। এজন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয় প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, যেসব বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব, সেসব বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যেসব বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় বা আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে দ্রুত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৪। পরিশেষে, উপস্থিত সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৬-১০-২০২৬
মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
সচিব
ফোন : ৯৫৭৮১৯৯
ফ্যাক্স : ৭১১৫৫৯৯
ইমেইল : secretary@mor.gov.bd

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪৩৩ / ০৬ অক্টোবর ২০২৬

নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০০.০৪০.১৮.০০৫৫.২৬.৬৯৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, বাসা-১২/সি, রোড-১০৫, গুলশান-২, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি অনুবিভাগ)/ (আইন ও ভূমি অনুবিভাগ)/ (প্রশাসন-১ অধিশাখা)/ (প্রশাসন-২ অধিশাখা), রেল পথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।
৭। যুগ্ম মহাপরিচালক (পার্সোনেল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৯। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১১। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ পাকশী/ লালমনিরহাট), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১২। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/ পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী।

০৭-১০-২০২৬
কামরুল হাসান
উপসচিব